দৈনিক ইত্তেফাক ৭৭

তারিখ 17 JUL 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

কড়া নিরাপত্তায় চট্টগ্রাম ভার্সিটি খুলিয়াছে ॥ কোন ক্লাস হয় নাই

(চট্টগ্রাম অফিস)

ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে গতকাল (মঙ্গলবার) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহ খোলা হইলেও কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, গতকাল ক্যাম্পাস শান্ত থাকিলেও মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অধিকাংশের অনুপস্থিতির কারণে ক্লাস হয় নাই। গত কিছু দিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়া সভা, সমাবেশ, বিবৃতি ও

(শেষ পৃঃ ২-এর ক: দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

হরতালের কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে যায় নাই। ৫টি ছাত্র হলে মাত্র একশত ছাত্র উপস্থিত ছিল। একমাত্র ছাত্রী হলে কোন ছাত্রী যায় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস ফটকে এবং প্রত্যেক হল ফটকে ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করেন। ক্যাম্পাসে কয়েকশত পুলিশ, আর্মড পুলিশ ও বিডিআর জওয়ান দেখা গিয়াছে। অপর একটি সূত্র জানায়, গতকাল ভোর রাতেই একদল আপসু কর্মী বিশ্ববিদ্যালয় ১ নম্বর সড়কমুখে অবস্থান নেয়। অপরদিকে গভীর রাতে অপর একদল শিবির কর্মী ক্যাম্পাস গেইটে অবস্থান নেয়। হলে প্রবেশকারী প্রায় ১ শত ছাত্রের সকলেই শিবির কর্মী বলিয়া জানা যায়।

মিছিল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ক্যাম্পাসে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্রদল গতকাল ক্যাম্পাসে সমাবেশ ও পরে মিছিল বাহির করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করে ইফতে খার হোসেন চৌধুরী এবং অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করে রফিকুল ইসলাম হিলালী, সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা। সমাবেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় খোলা রাখা এবং শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সকল ছাত্র সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বান জানানো হয়।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় শিবিরের উদ্যোগে গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তাগণ অবিলম্বে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বাস্ত-বায়নের দাবী জানানো হয়। সভায় ফিরোজ হত্যার আসামীদের গ্রেফতারসহ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী করা হয়।

চাকসু ও আপসু'র অভিযোগ

চাকসু ভিপি নাজিমউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক আজিমউদ্দিন আহমেদ এবং সমদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ গতকাল (মঙ্গল-বার) এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন শিবিরের কয়েকশত বহি-রাগত সশস্ত্র কর্মী রাতের অন্ধকারে হলসমূহ দখল করিয়া নেয়। বিবৃ-তিতে নেতৃবৃন্দ বলেন বিশ্ববিদ্যা-লয়কে পুনরায় অবরুদ্ধ করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে মধ্যরাতে বহিরাগতদের দ্বারা শিবির হলসমূহ দখল করে। নেতৃবৃন্দ ফারুক হত্যার আসামীদের গ্রেপ্তার, বহিস্কৃত ৫ জনকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা এবং শোকজপ্রাপ্ত ৬৩ জনের বহিষ্কারের দাবী জানাইয়াছে।